২১-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- আমি মরলে দুনিয়াও আমার কাছে মৃত। বাবার হয়ে যাওয়া মানেই দেহ-অভিমান ছিন্ন হওয়া। এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ যেন স্মৃতিতে না থাকে

প্রশ্ন : - অন্তিম সময় এগিয়ে আসছে দেখে কোন্ স্লোগান সবসময় স্মরণে রাখতে হবে ?

উত্তর : -- "কারো ধন ধুলোয় বা মাটিতে মিশে যাবে, কারও ধন রাজা কেড়ে নেবে" (**किनकी दबी रहेगी धूल मे, किनकी राजा खाए**") •••• অর্থাত্ অন্তিম সময়ে স্থূল ধন নানা ভাবে বিনষ্ট হবে, কিন্তু যে নিজ ধন এই সময় পরমাত্ম কার্যে ব্যয় করবে, তার ধন অনেক জন্মের জন্য সফল হয়ে যাবে । এই স্লোগান সবসময় স্মরণে রাখতে হবে, কেননা দুঃখের পাহাড় ভেঙে পড়বে আর এতে সবার মৃত্যু ঘটবে । তোমরা বাচ্চারা এখন বাবার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়েছ, তোমাদের সবকিছু সফল হতে চলেছে । তোমরা একটা জন্ম বলী চড়ো আর বাবা, ২১ জন্মের জন্য তোমার হয়ে যান (বলীহার যান) । ২১ জন্ম তোমাদের লৌকিক মা-বাবার কাছ থেকে বর্সা নেবার প্রয়োজন নেই । দ্বাপর থেকে কর্ম অনুযায়ী ফল প্রাপ্তি হয় ।

গীত : - আমি একজন ছোট্ট শিশু, তুমি হলে বলবান, প্রভু আমার লাজ রাখো ••••••
ওম্ শান্তি । মানুষ তো জানে, উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন ভগবান । ভগবানকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । যেমন উচ্চ তাঁর নাম, তেমনই উচ্চ তাঁর স্থান । সর্বোচ্চ মূলবতনে তিনি বাস করেন । এখন যখন তাঁকে গডফাদার বলা হচ্ছে, প্রত্যেকে অবশ্যই তাঁর সন্তান হবে। এমন তো বলতে পারেনা যে, আমিই গডফাদার । সর্বব্যাপী বললে তো সবাই গডফাদার এটাই প্রমাণ হয় । তিনি সব স্থানের ঊর্ধ্বে পরমধামের নিবাসী, পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন ভগবান ; তাই তো ভক্তরা তাঁকে স্মরণ করে । বলাও হয় -- ভক্তকে ভক্তির ফল প্রদান করতে ভগবানকে আসতেই হয় । সেই বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা । ক্রিয়েটার যখন, নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়াই রচনা করবেন । তিনি কোথায় আসবেন ? পতিত দুনিয়াতে ? না পবিত্র দুনিয়ায় ? দেখ, এটাই ভালোভাবে বুঝে ধারণ করতে হবে । তোমরা কেউ ছোট নও, শরীরের অরগ্যান্সতো বড়ো তাই না ! তোমরা জান সবাই বাবাকে স্মরণ করে ; বুঝেছে এ হলো দুঃখের দুনিয়া । বলে আমাদের এমন জায়গায় নিয়ে চল, যেখানে সুখ, শান্তি আছে । ড্রামা অনুযায়ী বাবাকে আসতেই হয় । ড্রামা পূর্বনির্ধারিত তাই এর কোনও পরিবর্তন হয়না । ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি চক্রাকারে বারংবার রিপিট হবে । ৪ টে যুগ সার্কেল অনুযায়ী ঘুরে আসবে । কলিযুগের পরে আসে সঙ্গমযুগ । কলিযুগ আর সত্যযুগের মধ্যবর্তী সময়টুকু হলো কল্যাণকারী । এই সঙ্গমযুগকে বলা হয় - পুরুষোত্তম যুগ ; অর্থাত্ শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। এই যুগের মত উত্তম (শ্রেষ্ঠ) যুগ আর নেই । সত্য - ত্রেতার সঙ্গমযুগও কোনও উচ্চ যুগ নয়, কারণ ঐ সময় দুই কলা সুখ কমে যায় । এই সঙ্গমযুগেরই মহিমা আছে । তোমরা জান বাবা উচ্চ থেকেও উচ্চতম, তবে এমন নয় যে, তিনি সর্বব্যাপী । বাচ্চারা কতো ভুল করে, যদিও এই ভুল ড্রামা অনুসারে হয় । আমিই এসে সব ভুল ঠিক করি । বাবা বলেন, আমাকে তোমরা উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান বল, কিন্তু আমি এসে বাচ্চারা তোমাদের আমার থেকেও উচ্চ বানাই ,তবেই তো ভক্তরা স্মরণ করে ।

আমাকে সর্বব্যাপী বলে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে আর নিজেরাই কাঙাল দুঃখী হয়ে গেছে । ভারত সুখধাম ছিল এখন দুখধাম হয়ে গেছে । এখন বাবা বলছেন -- আমি তোমাদের আমার থেকেও উচ্চ বানাই । আমি পরমধাম ব্রহ্মাণ্ডের নিবাসী, তোমরাও সেখানে থাক ; এখানে আস পার্ট বাজাতে । জান যে, ব্রাহ্মণদের স্থান হলো উচ্চ থেকে উচ্চ শিখরে। তাহলে উচ্চ থেকে উচ্চতর শিববাবার চিহ্ন (রূপ) কেমন ? তিনি হলেন স্টার (জ্যোতির্বিন্দু স্বরূপ) । যেমন আত্মা তেমনই পরমাত্মা । দুই ভ্রুকুটির মাঝখানে উজ্জ্বল এক নক্ষত্র । আত্মার রূপই হলো স্টার সদৃশ । এ সবই পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। সমস্ত আত্মারাই ব্রহ্মাণ্ডে নিরাকার ঝাড়ে বাস করে, যাকে নির্বাণধাম ও বলা হয় । আত্মারা নিরাকার দুনিয়ার সুইট হোম থেকে আসে । এখন তো দুঃখধাম, কতো পার্টিশন (ভাগ) । সত্যযুগে কোনও পার্টিশন ছিল না। ভারত উচ্চখন্ড ছিল । বাবাকেই সত্য বলা হয় । বাবা বলেন, আমি সত্যখন্ড স্থাপন করতে আসি নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়া স্থাপন করব । পুরানো দুনিয়াতো শেষ হয়ে যাবে । এখন দুখের পাহাড় ভেঙে পড়ার সময় হয়েছে , স্থূল যা কিছু আছে সব বিনষ্ট হয়ে যাবে । ওরাও জানে, আমরা যে বোমা তৈরি করছি ; একে অপরকে রক্তবর্ণ চোখ দেখাচ্ছি শেষ পর্যন্ত সবই শেষ হয়ে যাবে । যদিও ওরা জানেনা, এসব বানাবার জন্য কে বা কারা প্রেরণা যোগাচ্ছে । গীতাতেও আছে ক্ষেপণাস্ত্র তাদের পেট থেকে বেড়িয়ে এসেছে । এসবই হলো বুদ্ধির প্রশ্ন । বোমা তৈরি করে নিজেদের জাতিকে ধ্বংস করার জন্য । যাদব - কৌরব - পান্ডব -- এরা তিন সেনা তাইনা ! যাদব আর কৌরব একে অপরের সাথে লড়াই করে শেষ হয়েছে, বাকি কৌরব আর পান্ডবদের মধ্যে কোনও লড়াই হয়নি । তোমাদের কারো সাথে লড়াই নেই । যোগবলে তোমরা রাজঋষি হয়েছ । সন্ন্যাসীরা হঠযোগ ঋষি । ওদের হলো শঙ্করাচার্য আর ইনি হলেন শিবাচার্য । কৃষ্ণ আচার্য বলা হয়না ।

ইনিও এখন নলেজ নিচ্ছেন আবার কৃষ্ণ হবার জন্য । রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, তোমরা পতিত কাঁটা থেকে দৈবী ফুল হচ্ছ । গীতাতেও শুনেছ -- অজামিলের (অত্যন্ত পাপী যার পাপ পুণ্যের বোধ লুপ্ত হয়ে গেছে) মতো পাপীদের এসে উদ্ধার কর । গাওয়াও হয় হে পতিত পাবন, তিনিই হলেন সদ্গুরু ; যিনি তোমাদের নর থেকে নারায়ণ, রাজার ও রাজা বানান । এই হলো এইম অবজেক্ট (লক্ষ্য) । এটা পাঠশালা না! এখানেই আমরা নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হয়ে উঠি । এখানে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনও প্রশ্নই নেই । স্কুলেও অধ্যয়ন কালে এইম অবজেক্ট থাকে, তাইনা ! তোমরা বাবার কাছে এসেছ বেহদের অবিনাশী বর্সা গ্রহণ করতে । ওখানকার (সত্য যুগ) বর্সা এখানেই গ্রহণ করতে হবে । ওখানে হলো সুখধাম আর এখানে দুখধাম । গীত শুনেছ -- আমি ছোট্ট শিশু •••• তোমরা বাচ্চা তাই না ! কেউ ২৫ বছরের, কেউ ২০ বছরের । বাবা বলেন, একদিনের বাচ্চাও অবিনাশী বর্সা নিতে পারবে । বেহদের বাবা আবার ভারতকে হীরেতুল্য বানাতে এসেছেন । সত্যযুগে এতো হীরে জহরতের মহল ছিল যে বলার নয়। তারপর যখন ভক্তি মার্গ শুরু হয় , পতিত রাজারা বসে সোমনাথের মতো মন্দির প্রতিষ্ঠা করে । রাজাদের কাছেও মন্দির থাকে । আজকালতো কত মন্দির তৈরি হচ্ছে । সবচেয়ে মুখ্য মন্দির কে নির্মাণ করেছিল ? যে পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছিল নিশ্চয়ই সেই বানিয়েছে । নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারী -- এই মহিমা পরমপিতা পরমাত্মার জন্য নয় । ওঁনার মহিমা সবার থেকে আলাদা । প্রতিটি মানুষের মহিমা আলাদা। উচ্চ থেকে উচ্চতর মহিমা বাবার, যার কাছ থেকে তোমরা ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী বর্সা পাও । তারপর দ্বাপর থেকে তোমরা লৌকিক বাবার বাচ্চা হয়ে যেমন কর্ম কর, সেই অনুসারে জন্ম গ্রহণ করতে থাক । ধন দান করলে একজন্ম অল্প কালের সুখের বর্সা প্রাপ্তি হয় । রাজারাও তো

রোগগ্রস্ত হয় তাইনা ! স্বর্গে তোমরা রোগগ্রস্ত হওনা । তোমাদের গড়পড়তা আয়ু হয় দেড়শ' বছর । ওখানে কত হেল্দী থাক, রোগ ,দুঃখের ইত্যাদির নামই নেই । শিববাবা বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসেন । একে বলে হাতে স্বর্গ পাওয়া । পুরুষার্থ করতে হবে -- সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী অথবা বিত্তবান, প্রজা যে বংশেই যেতে চাওনা কেন ! তোমাদের এইম অবজেক্ট হলো কৃষ্ণের মতো সর্ব গুণসম্পন্ন হওয়া । কৃষ্ণ উবাচ কখনও হয়নি । এ হলো ভগবানুবাচ । বোঝানো হয়েছে -- এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, রাজস্ব অর্থাত্ স্বরাজ্য প্রাপ্ত করার জন্যই এই যজ্ঞ রচিত হয় । শাস্ত্রতে অনেক বড়ো বড়ো কাহিনী লেখা হয়েছে । বাবার কাছে সমর্পণ করলে বাবাও ২১ জন্মের জন্য বলিহারি হন তোমরা বাচ্চাদের জন্য । বাবা তোমাদের উচ্চ থেকে উচ্চ বানান । ব্রহ্মাণ্ডের নিবাসীরা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক না ! তারপর তোমরা বিশ্বের মালিক হও, আমি বিশ্বের মালিক হইনা । তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাতে আসি। তোমরা ডেকে বল -- পতিত পাবন এসো, এসে পবিত্র বানাও ; তবে সর্বব্যাপী কি করে হলো ? সদ্গতি দাতা পতিত পাবন একজনই বাবা । এই সময় সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে । প্রত্যেককে সতো -রজো -তমোর মধ্য দিয়ে যেতে হবে । প্রতিটি বীজ প্রথমে সতোপ্রধান থাকে পরে তমোপ্রধান হয়ে যায় । সত্যযুগে ও দেবী -দেবতারা ছিল সতোপ্রধান, তারপর ত্রেতায় সতো ; রাম রাজ্য ক্ষত্রিয় বর্ণ । তারপর রজোতে বৈশ্য, তমোতে শূদ্র বর্ণ । নানা রকমভাবে দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে । বাবা আর ব্রাহ্মণদের বাদ দিয়ে দিয়েছে । তোমরা ব্রাহ্মণ দেবতাদের থেকেও উচ্চ, কেননা তোমরা ভারতের জন্য উচ্চ মানের সেবা কর । তোমরা শ্রীমত অনুসারে চল । শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর, উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান শ্রী শ্রী শিববাবা দ্বারা তোমরা শ্রীমত পাও, যা পালন করে তোমরা শ্রী লক্ষ্মী -নারায়ণ হয়ে ওঠো । তারপর মায়া প্রবেশ করলে তোমরা আসুরি বৃত্তি ধারণ কর । কল্পে -কল্পে বাবা এভাবেই এসে বোঝান ।

বাবা জ্ঞানের কলস তোমরা মাতাদের দিয়েছেন -- মানুষ থেকে দেবতা বানানোর কার্য সঁপেছেন । সন্ন্যাসীরাতো মাতাদের নরকের দ্বার মনে করে, তাদের নিন্দা করে তারপর সেই মাতাদের কাছে গিয়ে ভিক্ষা চায় ,আর তাই ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পেতে থাকে ; এ কারণেই তারা কোনও পরিবারে পুনর্জন্ম নেয় এবং আবার সব কিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যায় । পূণর্জন্ম না নিলে এত সন্ন্যাসী কোথা থেকে এসেছে? ভারত পবিত্র ছিল, একে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হতো । মানুষ দেবতাদের সামনে গিয়ে তাদের মহিমা করে -- তোমরা সর্বগুণ সম্পন্ন, তারপর নিজের সম্পর্কে বলে -- আমি নির্গুণ পাপী, কোনও গুণ নেই আমার মধ্যে । সর্বগুণ সম্পন্ন -- এই মহিমা শিববাবার জন্য নয় । এ মহিমা দেবতাদের জন্য । সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে রাম - সীতার সামনে গিয়েও মহিমা করতে থাকে । শিব জয়ন্তী পালন করে, কিন্তু কিছুই জানেনা । সেইজন্য বাবা বলেন -- তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র খুলেছে । দেবতাদের তৃতীয় নেত্র হয়না । চিত্রতে দেবতাদের তৃতীয় নেত্র দেখানো হয় ,বাস্তবে তৃতীয় নেত্র তোমাদের । যদিও তৃতীয় নেত্র খুলে আবার বন্ধ হয়ে যায় । বাচ্চারা নতুন জ্ঞান, নতুন কথা অবাক হয়ে শোনে, পড়ে, অন্যদেরও শোনায় ; তারপর কোনও কথায় সংশয় এলেই বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। অনেক ভালো-ভালো বাচ্চারা মায়ার কাছে হেরে যায় । বাবা যুদ্ধ করতে শেখান, ৫ বিকারের উপর জয়ী হবার জন্য , বাকি যুদ্ধ বলে কিছু নেই । তোমরা এখন ব্রহ্মা বংশী ,এরপর দেবতা হবে । এখন শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বর্ণে এসেছ । পুরো সৃষ্টি চক্র এ সময় বুদ্ধিতে আছে । নাটক শেষ হতে চলেছে, বাবা এসেছেন আমাদের নিয়ে যেতে । মায়া সবাইকে পতিত বানিয়েছে । এখন বাবা বলছেন -- যোগ অগ্নি দ্বারা তোমরা বিকর্মাজীত (বিকর্মের উপর বিজয়) হও । এতেই পরিশ্রম আছে । আর কিছুই করার প্রয়োজন নেই , শুধু বাবাকে স্মরণ কর । বাবা আমি তোমার ছিলাম । তুমি আমাদের সত্যযুগে পাঠিয়েছ ,সেখানে আমরা পুনর্জন্ম নিয়েছি

,তারপর ত্রেতায় এসেছি সেখানেও পুনর্জন্ম নিয়েছি । বাবাও একথা বলেছেন :- তোমরা তোমাদের জন্ম সম্পর্কে জানোনা, আমি বলছি । মানুষ ৮৪ জন্ম কিভাবে নেয় ? ৮৪ লাখের কোনও কথাই আসেনা ।কল্পের আয়ুই হলো ৫ হাজার বছর । ঐ শাস্ত্র তোমাদের গভীর নিদ্রায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল, বাবা এসে তোমাদের জাগিয়ে তুলেছেন । তোমরা জেগে উঠে বাবার কাছ থেকে অবিনাশী বর্সা গ্রহণ করছ । তোমরা ছোট বাচ্চা, কেউ ৩ মাসের, কেউ ৪ মাসের । তোমরা ঈশ্বরের হয়েছ অর্থাত্ পুরানো দুনিয়া এখন তোমাদের কাছে মৃত । বাবার হওয়া অর্থাত্ দেহভাব ছিন্ন হওয়া । বাবা বলেন, শরীরে থেকেও, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও কমলফুলের মতো পবিত্র থাক । সত্য যুগে তোমরা পবিত্র সম্বন্ধে ছিলে এখন অপবিত্র অধার্মিক গৃহস্থ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ । তোমরা দেবী-দেবতা ধর্ম সম্প্রদায়, তোমরাই ৮৪ ধারণ কর । ভক্তি ও তোমরাই শুরু কর, পূজ্য থেকে পূজারী তোমরাই হও । প্রথমে তোমরা অব্যভিচারী ভক্তি করেছ । এখন ভক্তিও ব্যভিচারী হয়ে গেছে । আবার তোমরা বাবার কাছে অবিনাশী বর্সা গ্রহণ করছ । বাবাকে সঙ্গমযুগেই আসতে হয় । ওরা যুগে -যুগে ঈশ্বরের আসার কথা বলে । এ ক্ষেত্রে ৪ যুগ বলা উচিত । তারপর ও ২৪ অবতার, কচ্ছ -মচ্ছতে কিভাবে তারা বলতে পারে ? গড একজন ,রচয়িতা একজন আর তাঁর রচনাও একটি । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি, মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ, ভালবাসা গুডমরনিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) স্বরাজ্য প্রাপ্তির জন্য বাবার প্রতি সমর্পণ হতে হবে । এইম অবজেক্ট সদা সামনে রেখে চলতে হবে । পুরুষার্থ করে সূর্য বংশী হতে হবে ।

২) বাবা জ্ঞানের যে, তৃতীয় নেত্র প্রদান করেছেন তা যেন সবসময় খোলা থাকে, মায়ার প্রবেশ যাতে না হয় ; সেজন্য সম্পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে । যোগ অগ্নি দ্বারা বিকর্মাজীত হতে হবে ।

বরদান : - সংকল্প শক্তি দ্বারা প্রতিটি কার্যে সফলতা প্রাপ্ত করতে সমর্থ সফলতা মূর্ত ভব (হও) ।

সংকল্প শক্তি দ্বারা অনেক কার্য সহজেই সফল হওয়ার সিদ্ধি অনুভব হয় । যেমন স্থূল আকাশে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রদের দেখা যায়, তেমনই বিশ্ব বায়ুমণ্ডলের আকাশের চতুর্দিকে সফলতায় জ্বলজ্বল করতে থাকা নক্ষত্রদের তখনই দেখা যাবে, যখন তোমাদের সংকল্প শ্রেষ্ঠ আর শক্তিশালী হবে । সদা এক বাবার স্মরণেই একাত্ম হয়ে থাকলে, তোমাদের রুহানী নয়ন, রুহানী মূর্তি এক দিব্য দর্পণ হয়ে উঠবে । এমন দিব্য দর্পণই অনেক আত্মাদের আত্মিক স্বরূপের অনুভব করাতে সমর্থরাই সফলতার প্রতিমূর্তি হয় ।

স্লোগান : - নিরন্তর ঈশ্বরীয় সুখের অনুভব করতে সমর্থরাই বেফিকির বাদশাহ হতে পারে ।